"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
মাদ্রাসা শাখা-২
( www.tmed.gov.bd )

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৮৫.০২৭.১৬৬.১৬-২৪২

তারিখ: ০২ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম শ্যামপুর বি.এম. আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বশির উদ্দিন এর এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ।

সূত্র: ১. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাদ্রাসা শাখা-২ স্মারক নং-৫৭.০০.০০.০০০০.০৮৫.০২৭.১৬৬.১৬-১৫৬, তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি.।
২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আইন অধিশাখার স্মারক নং-৫৭.০০.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০১৩.১৮-৩৯৭, তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২০খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম শ্যামপুর বি.এম. আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন এর বিরুদ্ধে মাদ্রাসার ও সরকারি অনুদানের টাকা জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ ও অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন দুর্নীতি সংক্রান্তে জনাব ফিরোজ আলম খান উক্ত মাদ্রাসার সাবেক সভাপতি কর্তৃক আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সূত্র-১ নং স্মারকে (জনাব মাহমুদুর রহমান, উপসচিব, অডিট ও আইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ) অনুরোধ করা হয়।

০২. ১নং স্মারকের প্রেক্ষিতে জনাব মাহমুদুর রহমান, উপসচিব, অডিট ও আইন তদন্ত করে প্রতিবেদন ২নং স্মারকে এ বিভাগে দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ১১.১০.২০২০ খ্রি. তারিখ সংশ্লিষ্ট পশ্চিম শ্যামপুর বিএম আলিম মাদ্রাসাকে তদন্তের স্থান নির্ধারণ করে অভিযোগকারী, অভিযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সংশ্লিষ্ট পশ্চিম শ্যামপুর আলিম মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে তদন্তকর্ম সম্পাদন করেন, সংশ্লিষ্টদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করেন।

০৩. তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এ বিষয়ে সার্বিক মতামত নিম্নরূপ:
ক. অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন বিহারীপুর হোসাইনিয়া আলিম মাদ্রাসায় চাকুরীরত অবস্থায় জালিয়াতিমূলকভাবে মাদ্রাসার হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছেন, বেতন ভাতা উত্তোলন করেছেন এবং একই সাথে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে দূরবর্তী ভিন্ন মাদ্রাসা থেকে (নেছারাবাদ ছালেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা) পরীক্ষা দিয়ে ফাজিল ও কামিল পাস করার বিষয়টি তদন্তে দালিলিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছেন এবং তার চরিত্রের নৈতিক স্খলনের পরিচয় দিয়েছেন।

খ. জনাব মো: বশির উদ্দিন তার আপন ভাই মো: জসিম উদ্দিনকে অন্য মাদ্রাসার জুনিয়র মৌলভীর পদ থেকে বিএম আলিম মাদ্রাসায় এনটিআরসির সনদ ব্যতিত অবৈধভাবে প্রভাষক (আরবি) পদে নিয়োগদানের অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এনটিআরসি'র সনদ ব্যতিত জনাব মো: জসিম উদ্দিনের নিয়োগ অবৈধ ছিল।

গ. ২০১৭ সালে ডিআইএ'র পরিদর্শক জনাব সিদ্দিকুর রহমান এর বিএম আলিম মাদ্রাসা পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাল স্বাক্ষরে নিষ্পত্তির অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হয়নি।

ঘ. অধ্যক্ষ জনাব বশির উদ্দিন মাদ্রাসায় উপস্থিত না হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন মর্মে আনীত অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হয়নি।

ঙ. অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন মাদ্রাসায় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ডালিম বেগমের এমপিও ঠিক করে দেয়ার কথা বলে এবং অবসরে যাওয়া সহকারী মৌলভী জনাব মোনাওয়ার হোসেনের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির কথা বলে তাদের কাছ থেকে উৎকোচ নেয়ার অভিযোগটি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

চ. অধ্যক্ষ জনাব মো: বশির উদ্দিন কর্তৃক মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হয়নি।

ছ. অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন অসৎ উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতিকে বাদ দিয়ে অন্য একজন শিক্ষকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনা করে প্রবিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং ক্যাশবহিতে যথাযথভাবে আয়-ব্যয়ের এন্ট্রি না দিয়ে এবং স্বাক্ষর না করে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগটি প্রমাণিত হয়।

জ. ২০০৭ সালে সিডরে মাদ্রাসার ঘর বিধ্বস্ত হলে সরকারি অনুদানের ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের থেকে চাঁদা তুলে মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ করে বাকী টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হয়নি।

ঝ. মাদ্রাসার নামে রেকর্ডকৃত ২২ (বাইশ) শতক জমি বিধি বহির্ভূতভাবে বিক্রির জন্য বায়না হিসেবে ৮০,০০০/- টাকা অধ্যক্ষ গ্রহণ করেছেন মর্মে আনীত অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হয়নি।

ঞ. অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন মাদ্রাসায় রেজুল্যুশন খাতায় অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের স্বাক্ষর জাল করার এবং একই তারিখে তার সুবিধামত একাধিক রেজুল্যুশন তৈরি করার অভিযোগটি দালিলিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ট. অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন ২০১৭ খ্রি. সালে দাখিল পরীক্ষায় কেন্দ্র সচিব থাকাকালে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্র প্রস্তুত করে দিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়ে জেল হাজতে থাকা এবং সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি সঠিক। মামলাটি এখনো বিচারাধীন।

ঠ. ২০২০ সালে গভর্নিং বডি গঠন করার সময় সাবেক সভাপতির সহি স্বাক্ষর জাল করে স্বীয় শ্বশুর-কে সভাপতি করে পকেট কমিটি করার অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

ড. অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে মাদ্রাসার গাছ কাটার অভিযোগ সরেজমিন তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

ঢ. মাদ্রাসায় সর্বশেষ নিয়োগে অধ্যক্ষ মো: বশির উদ্দিন অনিয়ম ও নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০৪. এক্ষণে এ বিষয়ে নিম্নরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম শ্যামপুর বি.এম. আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বশির উদ্দিন কর্তৃক সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন, অবৈধভাবে প্রভাষক (আরবি) পদে নিয়োগদান, সহকারী মৌলভী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণ, মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাৎ, অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুবিধা মত একাধিক রেজুলেশন তৈরি, পকেট কমিটি গঠন এবং নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ এ বিভাগের তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) ১৮(১)(গ), ১৮(১)(ঙ) এবং ১৮(২)(ক) এর বিধান লঙ্ঘন করায় তাঁর এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিত করা প্রয়োজন।

(খ) উপরিউক্ত প্রস্তাব মতে উল্লিখিত ব্যক্তির এমপিও সাময়িক স্থগিতক্রমে চূড়ান্তভাবে এমপিও বন্ধের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত শুনানি দিয়ে Findingসহ প্রস্তাব টিএমইডিতে প্রেরণের জন্য (আগামী ৩০.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে) মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ নির্দেশনা প্রদান আবশ্যক।

(গ) সেসাথে উপরিউক্ত অপকর্মের জন্য নীতিমালা ১৮.২(ক) অনুচ্ছেদ মতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গভর্নিং বডির সভাপতিকে নির্দেশনা প্রদান আবশ্যক।

০৫. এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ০৪ এর নির্দেশনা মতে উপরিউক্ত ব্যক্তির এমপিও সাময়িক বন্ধক্রমে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য আগামী ২৭.১২.২০২০ এর মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিতকরণসহ অনুচ্ছেদ ৪(খ) অনুযায়ী প্রস্তাব আগামী ৩০.১২.২০২০ এর মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

২৭/১২/২০২০

(সৈয়দ আসগর আলী)
সহকারী সচিব (মাদ্রাসা-২)
☎ ৯৫৪৫৭২০

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
গার্লস গাইস হাউস (৭ম তলা)নিউ বেইলি রোড,ঢাকা।

অনুলিপি:

১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) সিস্টেম এনালিষ্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩) অতিরিক্ত সচিব(মাদ্রাসা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪) অফিস কপি।